গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
www.motj.gov.bd

নং ২৪.০০.০০০০.১০৯.১৬.০১৫.১৬-৭১

তারিখঃ ০২ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত অর্জিত সাফল্য সংক্রান্ত।

সূত্রঃ (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.২৬৬.১৬.৯৬ নং স্মারক।

মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত অর্জিত সাফল্যের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সূত্রস্থ পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, যথাযথ প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত অর্জিত সাফল্যের বিবরণ নির্দেশক্রমে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৫ (পাঁচ) পৃষ্ঠা।

১৪/২/১৭

(প্রদীপ কুমার সাহা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৫৬০৭
ফ্যাক্সঃ ৯৫৭৩৮০৭/৯৫১৫৫৩৬
e-mail:motjsos2010@gmail.com

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বিজেএমসি/বিটিএমসি/তাঁত বোর্ড/বিজেসি (বিঃ), ঢাকা।
২. মহা-পরিচালক, পাট অধিদপ্তর, করিম চেম্বার, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
৩. পরিচালক, বস্ত্র পরিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৪. পরিচালক, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
৫. নির্বাহী পরিচালক, জেডিপিসি, ১৪৫,মণিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬. উপসচিব (মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সহকারী প্রোগ্রামার, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:

০১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পাট-৩)/(পাট), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। যুগ্মসচিব (বস্ত্র)/(বস্ত্র-২)(পাট-২)/(পাট-৩), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। অফিস কপি।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত অর্জিত সাফল্য

(১) মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও সর্বোপরি গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট পূণর্গঠনপূর্বক ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটও ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং চালু করার লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং নথি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ইন্টানেটের স্পিড উন্নীত করা হয় এবং নিজস্ব ওয়াই-ফাই জোন সৃজন করা হয়। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তথ্য অবমুক্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়।

(৩) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ৪টি ক্যাটাগরিতে ২০টি পদে, বস্ত্র পরিদপ্তরের ১০ ক্যাটগরির ৩১টি পদে, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ৬৮টি পদে, বিজেএমসি ১২ ক্যাটগরির ১১৫টি পদে এবং বিটিএমসি ০৪ ক্যাটগরির ০৪টি পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

(৪) গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিজেএমসিতে ২০৯জন, পাট অধিদপ্তরে ১২ জন, বস্ত্র পরিদপ্তরে ২২জন এবং বিটিএমসিতে ২৮জনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(৫) মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থার মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম তরান্বিত করার জন্য ২৩ জনবল বিশিষ্ট আইন অনুবিভাগ সৃজন করা হয় এবং ইতোমধ্যে উক্ত অনুবিভাগে ১জন যুগ্মসচিব, ২জন উপসচিব ও কর্মকর্তা/কর্মকারীকে পদায়ন করা হয়। অন্যদিকে আইসিটি সেলের ০৯টি পদ সৃজন করে নিয়োগের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশে-বিদেশে মোট ১০৪জন কর্মকর্তা এবং ইনহাউজ ২০৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইজিপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

(৭) "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত বিশেষ অভিযানসহ ১,৬০৮টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত আইন বাস্তবায়নের ফলে পাটজাতপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সারাদেশে প্রায় ২০ কোটি পাটের বস্তা ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহারে প্রায় ১০০% সাফল্য অর্জিত হয়েছে। "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০" এবং পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা-২০১৩ প্রয়োগে সাফল্য অর্জনের প্রেক্ষিতে গত ০৬ মার্চ ২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০" বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত ৪১ জন কর্মকর্তা/প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

গত ০৬.০৩.১৬ তারিখে "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মাননা প্রদান করছেন।

(৮) পাট আইন ২০১৫-এর খসড়া মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদন শেষে মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়। আইনটি যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়া বস্ত্র আইন-২০১৬, পাটনীতি-২০১৬ ও বস্ত্রনীতি-২০১৬ এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

(৯) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল মোট ১৫৭.৭৩ কোটি টাকা , জুন ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১৫৪.৫১৬০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দে ৯৭.৯৬%। এ ছাড়া বিটিএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে ১টি প্রকল্প এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের থোক বরাদ্দ থেকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। ৩১টি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা, অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

(১০) বিজেএমসিকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

১০.১. ১ "বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিজেএমসি'র আওতাধীন তিনটি ডেকোরেটিভ ফেব্রিক ইউনিট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প।

১০.১.২ "বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর আওতাধীন ০৩ (তিন)টি (ইউএমসি, জে.জে.আই, গলফ্রা হাবিব মিল" বিএমআরইকরণ শীর্ষক প্রকল্প।

১০.১.৩ "ঢাকাস্থ ডেমরা এলাকায় কায়েতপাড়া মৌজার কম্পোজিট টেক্সটাইল এবং গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প।

১০.১. ৪ "ঢাকা অঞ্চলে কাঁচাপাট গাছ হতে ডিসকল ফাইবার/সুতা উৎপাদন করার জন্য একটি পাইলট প্রকল্প"।

১০.২: বিজেএমসির মিলগুলোকে লাভজনক করার লক্ষ্যে উৎপাদন ও প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করার উপায় হিসেবে বিজেএমসির মিলসমূহের জন্য শ্রমিক উপস্থিতি, শ্রমিক মজুরী ও ওভারটাইম, পাট ক্রয়, পাট পণ্য বিক্রয়, পাট পণ্য উৎপাদন, বিপণন, বিদ্যমান স্টক, স্টোর পারচেজ ও স্টোর ইনভেন্টটরী ইত্যাদির জন্য পাইলট ভিত্তিতে ০৩ (তিন) টি মিলে একটি সমন্বিত অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রবর্তন করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.৩ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৭/০৪/২০১৬ তারিখের সানুগ্রহ অনুশাসন মতে বিজেএমসি'র গুলশানস্থ ১০.৩৩ বিঘা জমি খেলার মাঠ নির্মানের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত জমি হস্তান্তরের বিনিময়ের শর্তে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা বিজেএমসিকে প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪৬০ (চারশত ষাট) কোটি টাকা বিজেএমসিকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৪০ কোটি টাকা জমি হস্তান্তরের পর পরই বিজেএমসিকে পরিশোধ করা হবে।

(১১) বিজেএমসির মতিঝিলস্থ "করিম চেম্বার" এর জমিতে অত্যাধুনিক ৫৫ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪.০৬.২০১৬ তারিখে নীতিগত সম্মতি ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে Sharing Basis এ আর্থিক সংস্থানের পরবর্তী কার্যক্রম চলছে। এতে বিজেএমসি ৩৯ কোটি টাকা আয় করতে পারবে এবং স্থায়ী আয়ের উৎস হবে।

(১২) বস্ত্র পরিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ে পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়। বস্ত্র ও পোশাক শিল্প মালিক/কর্মকর্তাগণকে ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পুঞ্জিভূত সেবামূলক কাজের নিষ্পত্তির সংখ্যা ১২,৫২৫ টি।

(১৩) দেশে বস্ত্রখাতে দক্ষ জসবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহে ৫৮৮ জন, টেক্সটাইল ইন্সটিটিউসমুহে ৪১৭ জন, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটসমূহে ৪,৬১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১৫-১৬ শিক্ষা-বর্ষে সর্বমোট ৩,৩৪০ জন পরীক্ষার্থী মধ্যে ৩,০২০ জন উত্তীর্ণ হয়।

(১৪) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ১১,৪৫,৭৯৩ কুইন্টাল পাট ক্রয় করা হয়, যার ফলে পাটকলগুলির উৎপাদন কার্যক্রম চলমান আছে। পাটকল শ্রমিকদের মজুরি ব্যাংক একাউন্ট এর মাধ্যমে পরিশোধ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন করা হয়।

(১৫) পাটকলের পাট ক্রয় বা সরবরাহের উপর ৪% হারে "যোগানদার" সেবার আওতায় উৎসে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ণ ফি'র উপর বিদ্যমান মূল্যে সংযোজন কর (মূসক) ১৫% প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(১৬) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তির খসড়া তৈরী করে বিশেষজ্ঞ পুলের পর্যাবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি মাননীয় মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন

(১৭) বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করার জন্য জেডিপিসি ঢাকায় এবং রংপুরে ০২ (দুই) টি কাঁচামাল ব্যাংক স্থাপন করেছে। পাটের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ৬০টি প্রশিক্ষণ কোর্স, ০৭টি কর্মশালা এবং ০২টি ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, দেশে-বিদেশে ৯টি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে এবং ঢাকা ও জামালপুরে ২টি একক মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০-এর সফল বাস্তবায়ন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত পাট মেলা-২০১৬ এর স্টল পরিদর্শন।

(১৮) বাস্তবায়নাধীন Development and Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/২১) প্রকল্পের আওতায় ৫টি রাস্তা নির্মাণ, ৩টি নদীর পাড় ভাঙ্গন ও ২টি পাহাড় ধ্বস রোধে জুট জিও-টেক্সটাইলস এর ব্যবহার সংক্রান্ত মোট ১০টি ফিল্ড ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু বিভাগ কর্তৃক কাজের রেট সিডিউলে ইতোমধ্যে জুট জিও-টেক্সটাইলস অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(১৯) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন (বিটিএমসি) এর ২ (দুটি) বন্ধ মিল (রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস্ ও দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলস্) সার্ভিসচার্জ পদ্ধতিতে চালু করা হয়েছে। মিলগুলো চালুর ফলে প্রায় ১৭০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া মাগুরা টেক্সটাইল মিলটি চালুর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

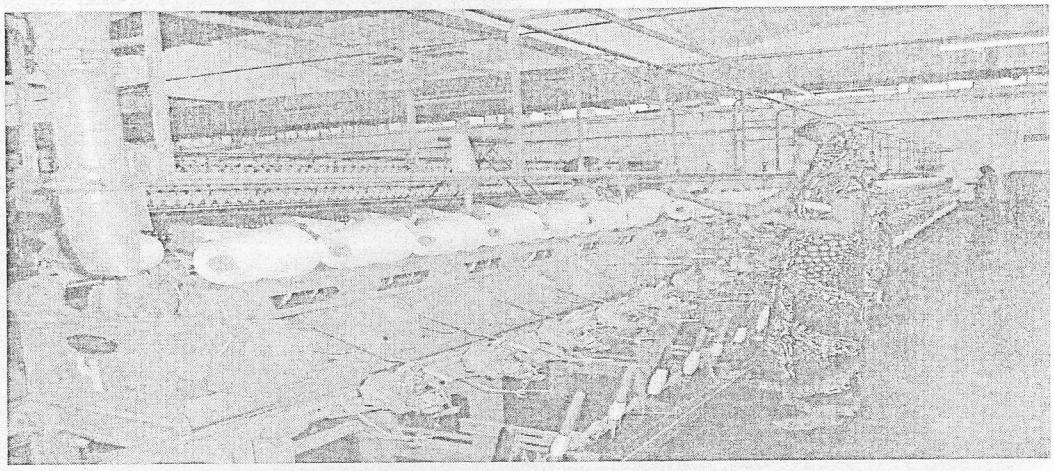

" সার্ভিসচার্জ পদ্ধতিতে বিটিএমসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন চালুকৃত "রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস"

(২০) মিরপুরের ৪০ একর সম্পত্তির মধ্যে নিষ্কন্টক ৩.০০ একর ইতোমধ্যে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রিপূর্বক তাঁত বোর্ডকে হস্তান্তর করেছে। অবশিষ্ট ৩৭.০০ একর জমি মামলা থাকায় এখনও তাঁত বোর্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁত বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত উক্ত ৩.০০ একর জমিতে "তাঁত কমপ্লেক্স নির্মান" প্রকল্প প্রনয়নের কাজ চলছে।

(২১) ঢাকার বাইরে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় ও শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায় ১২০ একর জমিতে "তাঁতপল্লী স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২২) সুতা ও রং আমদানীর ক্ষেত্রে তাঁতীদের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে কতিপয় শর্তে তাঁতী সমিতিকে তাঁদের ব্যবহার্য ও কতিপয় উপকরণে ৫.০০ শতাংশের অতিরিক্ত শুল্ক ও সমুদয় মূল্য সংযোজন কর মওকুফ করে আমদানির সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১,৩৭৩ জন তাঁতিকে ৩৪১.৫৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৩৪২.৪৯ লক্ষ টাকা। বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী এর মাধ্যমে তাঁত বস্ত্রের বিভিন্ন কারিগরি সেবা যেমন-ওয়াশিং, ডাইং প্রিন্টিং ও ফিনিশিং সার্ভিস জাতীয় কারিগরি সেবা প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩৪৩.০০ গজ কাপড়ের বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

(২৩) সারাদেশের সম্প্রসারণ এলাকায় ৫.০০ লক্ষ তুঁতচারা উৎপাদন করা হয় এবং রেশম বীজাগার সমূহে ৭,১৪২ কেজি বীজগুটি উৎপাদন করা হয়। সম্প্রসারণ এলাকায় ১.৩৯ লক্ষ কেজি রেশম গুটি উৎপাদনের বিপরীতে ১,০০১ কেজি রেশম সুতা উৎপাদন করা হয়।

(২৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ৩২ টি জেলার ৭৪ টি উপজেলায় একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের ৪৮২ টি সমিতির ১২,৫১৩ জন সদস্য থেকে জরিপ করে ২,৫১১ জন সুবিধাভোগীকে তুঁত চাষের সংগে সম্পৃক্তকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০১৫ রোপন মৌসুমে ৪১২ জনকে ৬৫,১৯০ টি তুঁতচারা সরবরাহ করা হয়। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৩৫৯ জনকে তুঁত চারা রোপন ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২৫) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ০৪ টি উচ্চ ফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে জার্মপ্লাজম ব্যাংকে রেশমকীটের জাত ৯৭ হতে ১০১টিতে উন্নীত হয়েছে। উন্নত জাত ও কলাকৌশলগুলি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশম গুটির উৎপাদন ৬০-৬৫ কেজির স্থলে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে গড়ে ৭০-৭৫ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

"রাজশাহী রেশম গবেষণা ইনষ্টিটিউটে "রিলিং মেশিনে রেশম সুতা উৎপাদন প্রক্রিয়া"

(২৬) ''উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪৮,৭০০ জন কৃষককে ১৭.৫০ মে: টন ভিত্তি পাটবীজ এবং ২.০০ লক্ষ জন কৃষককে ৪৫৭.৫০ মে: টন প্রত্যায়িত পাটবীজসহ অন্যান্য উপকরণ যথা সার, কীটনাশক বিতরণ করা হয়েছে। ৪৪টি জেলার ২০০টি উপজেলায় নির্বাচিত ২০,০০০ জন পাট চাষীকে আধুনিক পদ্ধতিতে উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন কলাকৌশল, উন্নত প্রযুক্তিতে পাট পচন, পাটের শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

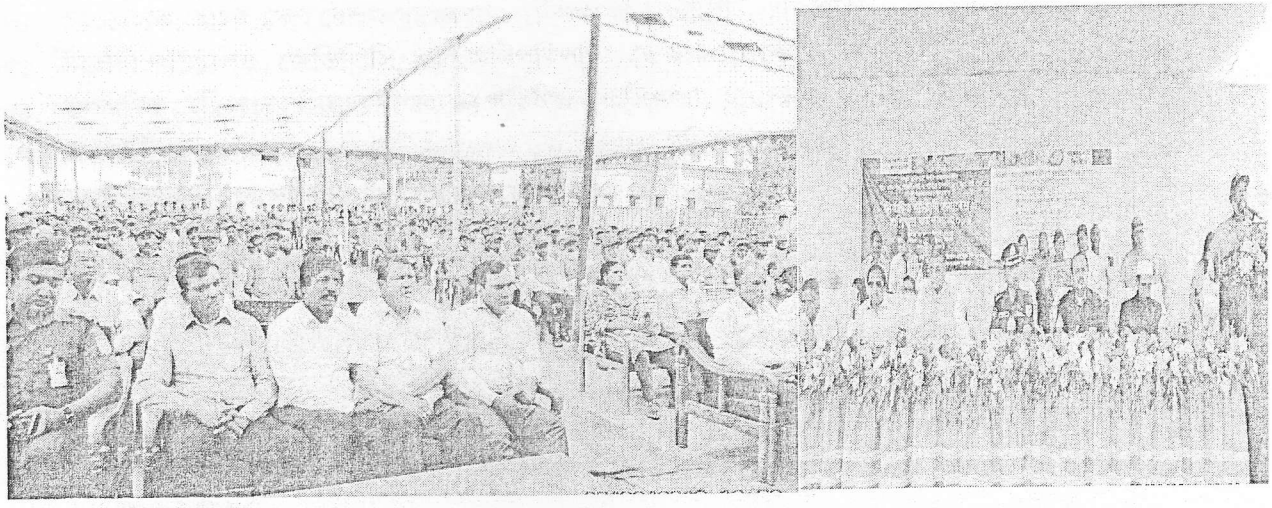

পাট চাষী সমাবেশে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি, ও মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম, এম.পি